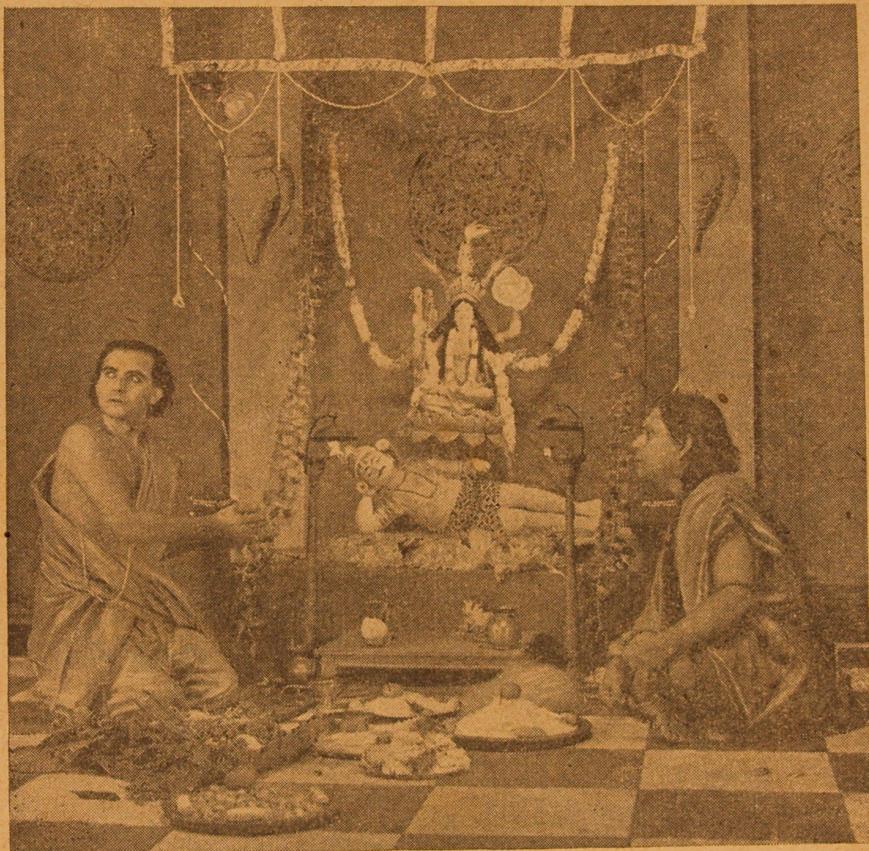


চণ্ডীদাস

নিউ থিয়েটাস' লিমিটেড



—চিত্র পরিবেশক—

অরোরা ফল্মু কর্পোরেশন্

১২৫, ধৰ্মতলা হ্রীট, কলিকাতা

চরিত্র

চণ্ডীদাস	... দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
বিজয় নারায়ণ	... অমর মল্লিক
আচার্য	... মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য
বটুক	... দীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীদাম	... কৃষ্ণচন্দ্র দে (অক্ষ-গায়ক)
চাটুয়ে	... চানী দত্ত
রামী	... উমা শ্রী
কঙ্কণ	... শুনৌলা
পরিচালক ও কথাশিল্পী	দেবকী কুমার বসু
সঙ্গীত পরিচালক	রাহিঁদাদ বড়াল (অবৈতনিক)
চিত্রশিল্পী	নৌভীন বসু
শৰ্দুল্যস্তী	মুকুল বসু
ব্যবস্থাপক	অমর মল্লিক
রসায়নাগার অধ্যক্ষ	শুভোধ গান্ধুলী



চণ্ডীদাস

পাঁচশো বছর আগেকার কথা।

এই বাঙালারই এক পল্লীভিতে জাগ্রাতা দেবী বাশুলীর মন্দিরে পূজারীর কাজ করিতেন তরুণ কবি চণ্ডীদাস। খেপার মেঘে রামী সেই মন্দিরের বাহিরে অঙ্গন মার্জন করতো। কবি চণ্ডীদাস মন্দিরের কাছের অবসরে স্বরচিত গীত গুণ-গুণ করে গাইতেন—রামী মুঢ় হয়ে শুনতো—এবং সেও গাইত। এমনি করে যখন কিছু কাল কেটে গেল তখন—বাঙালের ছেলে হয়ে ও চণ্ডীদাস খোপার মেঘে বিধৰা রামীকে এমনি ভালবাসলেন যে মন্দিরের কাজ ছেড়ে মাছ-ধরার অঙ্গীয়ান তিনি প্রাপ্তি এমন একসময়ে একটা বিশেষ পুরুরের পাড়ে এসে বসতেন যার ওপারে ঠিক সেই সময়ে—রামী আসতো ধোপার টাঁটির ওপরে কাপড় কাচৰার জন্তু।

পুরুরের এপার থেকে রামীর চোখ হতে বে-শ্বর নিকিপ্ত হ'তো—তাতে চণ্ডীদাসের মাছ-ধরার চার রোজাই ঘুলিয়ে বেত; কিন্তু তাতে কিং-কিং বা এসে যাব।

রামী চণ্ডীদাসকে ভালবাসতো। মনে মনে সে চণ্ডীকুরকে “পুজা করতো।” বাইরে কিন্তু রামী ছিল চণ্ডীদাসের কাছে কথনও একটা প্রহেলিকা, কথনও বা একেবাবে নিঁঠো।

এমনি একদিন এক সকালে পুরুর ঘাটে কাপড় কাচতে-কাচতে রামী আপন মনে গান গাছিল, “বৈশু কি আর বলিব তোরে, অলপ বয়সে পিপীলি করিয়া রহিতে না দিলি থবে—সে গান গাছিল চণ্ডীদাসেরই রচিত গীতি, আর ভাবিছিল তাঁকেই। হঠাৎ দৃষ্টি পড়লো ওপারে—হায়, ঠাকুরটা ঠিক এসে দাঁড়িয়েছেন ছিপ হাতে ওপারে এক কাঁট-করবীর ঝেঁগের পাশে। আজ হঠাৎ রামীর চিন্তে শার্শত তরুণ মনের চাঁকাল্প কেগে উঠলো তার মন্তব্যে, তার ভঙ্গীতে, তার চক্ষের চাহনীতে! চণ্ডীদাসকে লক্ষ্য করে রামী চণ্ডীদাসেরই রচিত গানের একটি চৰণ বার বার বিচিত্র ভঙ্গীতে গাইল। সে বেন চণ্ডীদাসেরই কাছে আনতে চাই বে, এই বে এমনি করে রামী তাঁকে ভালবাসলো এখন উপায় কি হবে যো? চণ্ডীদাস উন্নত খুঁজে পান না, উন্নত যদি বা মনে আসে কিন্তু মুখে আসে না। শেষে রামী যখন গান ছেড়ে দিয়ে রাগ করে মুখ ফিরিয়ে নিল তখন চণ্ডীদাস তার উন্নত খুঁজে পেলেন—“চণ্ডীদাস কর তথনি জানিবে পিরীতি কেমন জালা!” রামীর মনে হল চণ্ডীদাসের সেই কষ্টব্যে, সেই গানে, সেই ঝক্কারে বিখ্যের আর সব কোলাহল যেন ডুবে গেছে, সে নিঃশেষে সেই সবভোলা সাগরের মাঝে ছুবিবে দিল।

কিন্তু সে কতজ্ঞ! বীশ বাড়ের পাশে এসে রামীর সেই কাকনমালা এতক্ষণ এই সব “চলাচলি” দেখছিল; এখন সে আলের কলসীটাকে ক্রোধচক্ষল কোমরের উপর কোর করে চেপে বসিয়ে, পৈঁচে ছিলিয়ে, কাঁকন বাজিয়ে, তার পায়ের আঁচাতে বন্তলকে আহত করে রামীর ধানমংগ মুখের কাছে এসে দাঢ়িল। রামী বুঝেছিল তার প্রিয় সবি তৃষ্ণ হয়েছেন—তাই সে তার রাগ-রক্তিম গাল ছাঁট টিপে দিয়ে বলেছিল—“সবি রুখের সাগরে

“থৎ উপজি, ভাগিল বৌবন মোর !” কাকনের রাগ মিটল না, সে রামীকে গাল দিয়ে চঙ্গীদাসের দিকে ঝুক দৃষ্টি নিশ্চেপ করে থবে কিরে গেল।

কাকনের রাগে রামী হেসেছিল কিন্তু পুরুরের আর এক পাড়ে এক খোপের পাশে লুকিয়ে গ্রামের জমিদার বিজয়নারায়ণ আর তার পার্শ্বচর বটকেকে দীড়িয়ে থাকতে দেখে রামীর মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। তাই সেদিন বাড়ী ফেরবাব পথে চঙ্গীদাসকে অভিনন্দনের মত পথের পাশে গাছের আড়ালে তারই দর্শন আশায় দীড়িয়ে থাকতে দেখে কঠিন কষ্ট বলেছিল—“আর যদি কোনদিন তুমি পুরুর ঘাটে এসো তাহলে ‘আমি আর এখানে আসবো না !’” চঙ্গীদাস বলেছিলেন তিনি আর কোনদিন পুরুরে আসবেন না।

কিন্তু পুরুর ঘাটেই দেখা বক্ষ হ'ল না, মন্দিরেও দেখা বক্ষ হলো। জমিদার বিজয়নারায়ণ মন্দিরের রক্ষক, তাই তিনি মন্দিরের প্রধান আচার্যাকে জানালেন যে রামী ধোগানী আর মন্দিরের অঙ্গন মার্জনা করতে আসতে পাবে না। প্রিয় শিশু চঙ্গীদাসের ধর্মস্থানের আশুকার্য আচার্য তথ্যী রামীর আসার পথ বক্ষ করলেন। মন্দিরের পবিত্রতা রক্ষা করাই জমিদারের উদ্দেশ্য ছিলনা। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, তরুণী বিদ্বা রামীর পবিত্রতা নষ্ট করা এবং তিনি বুবেছিলেন যে, চঙ্গীদাসের ভালবাসার গভীর বাহিনে রামীকে টেনে না আনতে পারলে তার মনের গভীর ভিতরে জমীদারের প্রাণে পথ চিরকালই রক্ষ থাকবে।

রামী সব বুঝিল। বাহিনে সে অতাস্ত কঠিন হয়ে উঠলো। হয়তো ভিতরেও সে কঠিন হয়ে দেত কিন্তু তাকে বাধা ছিল তার আশ্রয়দাতা, তার সহী কাকনের স্বামী—ত্রীদাম।

ত্রীদাম অক, ত্রীদাম বুঠি-রোস্টে শীল-গ্রীষ্মে, তার ঘরের দাওয়ায় বসে একটী স্থুর শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহের পূজা করে। ত্রীদাম ছিলেন যেন ভাবের অগ্রদৃত। তাই কাকন যথনরাগের মাথায় মাটির কলসী ভেঙে রামীকে গাল দিয়ে বলে—“গাল দিয়ে যদি তার পিপীতির ভূত ছাড়াতে না পারি তাহলে মা বাঞ্ছীর মন্দিরে মানসিক করে হস্তা দেবো সে মরকু—সে মরকু—সে মরকু !”

পুরুর ঘাট হতে সত্ত প্রতাগত রামী সে কথা শুনে মৃত হেসে গান ধরে, “মরিব মরিব সম্ভি, আমি নিশ্চয় মরিব !” কিন্তু তার হাসি, কাকনের রাগ সমস্ত মিলিয়ে যায় যখন ত্রীদাম রামীর গান নিজের কষ্টে তুলে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের মুন্ডিটিকে কোলে তুলে নিয়ে বনে—“আমার কাহি হৈন গুণবিধি কারে নিয়ে যাব !”

ত্রীদাম কাদে, রামী কাদে, কাকন মুখ লুকিয়ে ফুলিয়ে রামীর কোলে উঠে।

পার্শ্বচর বটক এসে জমিদারকে বললে, “রামী কিছুতে রাজি হলো না !” জমিদার বললেন—“সোহাগ দেখিয়ে মেয়েছেলে বশ হয় না। তাঁরা বশ তয় ভয়ে, তাঁরা বশ হয় পুরুরের শক্তি দেখে !”

তাই সেদিন যখন জমীদারের মানত পঞ্জার সময়ে তিনি রামী ধোগানীকেও মন্দিরের দরজার পঞ্জাখিনী বেশে দেখলেন যখন শক্তিমান জমিদার নিজের শক্তি দেখাবার জন্য অস্পষ্ট ধোপানীর পঞ্জার ফুল পদতলে দলিত ক'রে তাকে মন্দিরের ঢয়ার হতে দূর করে দিলেন এবং রুপটি জানিয়ে দিলেন যে জমিদার সমাজপতি ও ত্রাঙ্কণ, এদের যে-কোন আদেশ অমান্ত করার জন্য যে শাস্তি পেতে হবে মৃত্যুর চেয়েও কঠিন।

মন্দির দ্বারে হতে বিতাড়িতা—নির্যাতিতা, আহতা রামীকে নিজের কোলের কাছে টেনে অক ত্রীদাম গেয়েছিল।

“আজ তুমি হায় তুলেছ শ্রাম
তোমার এই শামল ধরা !”

এমনি করে দিনের পর দিন কেটে যাব। রামীও আর পুরুর ঘাটে যাব না। লোকে বলে রামী অয়স্থ—চঙ্গীদাসও তাই শুনেছিলেন। তাই একদিন অশ্বকায় কল্পিত চরণে যখন তিনি রামীর বাড়ীর দরজায় এলেন তখন সহী কাকনমালা বললো—সহী যাব না, যামোয় না, খালি কাদে। যারাদিন চোঁ টোঁ করে ঘূরে বেড়াৱণ চঙ্গীদাস আরও শুনলেন যে জমীদারও ও আচারোর নিমেধ না মেমে রামী তথন বাঞ্ছীর মন্দিরেই গেছে।

বাঞ্ছীর মন্দিরে চঙ্গীদাস যখন গেলেন তখন রাত্রির অককারে একা রামী দেবীর মন্দিরের বাহিরে দাঢ়িয়ে কেলে এই প্রীথমা জানাচ্ছিল—“মাগো, এই কর যেন চঙ্গীটাকুর আমাৰ সহূল আৰ কোন দিন না আসে !” বুকের সব কথা কষ্টে চেনে ধরে চঙ্গীদাস ফিরে চলে গেলেন।

এমনি করে চটী অস্ত্র পরস্পরকে কাছে পেয়েও দূরে সরিয়ে দিল। বিরহের মাঝে তাদের মিলন নিবিড় হয়ে উঠলো।

কিন্তু সমাজপতি ত্রাঙ্কণ-জমিদার যেদিন রামীকে পেলেন না সেদিন তিনি তাঁহার পরিচয় দিলেন। রামীর আশুকার্য অক ত্রীদামের বাস্ত ভিটা অগ্নিদাহে দৃঢ় করলেন।

গৃহহারা হয়ে কাকন মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। ত্রীদাম শ্রীকৃষ্ণ মুন্ডিটিকে কোলে নিয়ে বললেন—“কাকন চল, গ্রাম ছেড়ে—চলে যাই ?”

“কোথায় গো ?”

“যে-বর তোমার কোনদিন পুড়বেনো—সহী ঘরের উদ্দেশে !”

তাঁরা চলে গেলেন। কাদের পিছনে সমাজ-লাঞ্ছিতা, নির্যাতিতা—শুচিতা রামীকে বুকে তুলে নিয়ে চঙ্গীদাসও চলে গেলেন গ্রাম ছেড়ে—কোথায়—কে জানে !!



ଶ୍ରୀ

(१)

(2)

সেই যে বাঁশী বাজিয়েছিলে যমুনাৰি তৌয়ে ।
মুৱে তা'ৰ প্ৰেমেৰ ধাৰাৰ ভাসিয়ে দিল ধৰণীৱে ॥
আকাশ বাতাস উতলা কি
গাইলো সে সুৱ বনেৱ পাখী ।
উজল হলো সারা নিখিল
সিনান কৰি প্ৰেমেৰ মৌৰে ॥
আজ তুমি হায়, ভুলেছ শ্যাম—
তোমাৰ এই শ্যামল ধৰা,—
দেখি রক্ত-রেখায়, হিংসা-লেখায়,
কলুষে তায় চিন্ত-ভৱা ।
এসো এসো দৃঢ়হৰণ, আৰ্জনেৰ জীৱন শৰণ
এসো তেমনি সুৱে বাজিয়ে বাঁশী
এসো এসো ফিৰে ।

(९)

ଗଗନେ ଅବ ସନ ମେଘ ଦାରୁତ୍

সঘন দামিনী বলকষ্ট ।

ତନ ଶବ୍ଦ ଖନ ଖନ

পবন খরতৰ ব

সজ্জন, আজু দুরদিন ভেল।

ନିତାନ୍ତ ଅଞ୍ଚୁସରି

সঙ্কেত কুঞ্জহি গেল

ବାରଥେ ବାଯ ବାର

গরজে ধন বন ঘোর ।

ପିଲ୍ କେବଳି ଯୋଗ ।

(8)

ଶତେକ ବରସ ପରେ ବୁଝା ମିଳନ ସରେ,
 ରାଧିକାର ଅନ୍ତରେ ଉଲ୍ଲାସ ।
 ହାରାନିଧି ପାଇଁଲୁ ବଳି ଲାଇଁ ଦୁନୟେ ତୁଳି,
 ରାଖିତେ ନା ସହେ ଅବକାଶ ॥
 ମିଳଲ ଦୁଇଁ ତମୁ କିବା ଅପରକ ।
 ଚକୋର ପାଇଁଲ ଚାନ୍ଦ ପାତିଯାପିମରିତି ଫାନ୍ଦ,
 କମଳିନୀ ପାଓଲ ମୃଦୁପି ॥
 ରମ ଭାବେ ଦୁଇଁ ତମୁ ଥର ଥର କାମ୍ପଇ
 ବାଁପଇ ଦୁଇଁ ଦୌହା ଆବେଶେ ଭୋର ।
 ହଞ୍ଚକୋ ମିଳନେ ଆଜି ନିଭାଓଲ ଆନଲ
 ପାଓଲ ବିରହକ ଓର ।

(c)

ছুঁ য়ো না ছুঁ য়ো না বধ—এখানে থাক
মুকুর লইয়া তব চাঁদ মুখথানি দেখ ॥
নায়নের কাজৰ বয়ানে লেগেছে
কালোৱ উপৰে কালো ।
প্রতাতে উঠিয়া ও মুখ দেখিয়ু
দিন ঘাবে আজি ভাল ।
অধৰের তাসুল বয়ানে লেগেছে
ঘূমে দুলু দুলু আখি ।

(5)

ଫରେ ଚଲ ଫିରେ ଚଲ ଫିରେ ଚଲ ଆପନ ସବେ
ଚାଓୟା ପାଓୟା ହିସାବ ମିଛେ—
ଆନନ୍ଦ ଆଜ ଆନନ୍ଦ ରେ ॥

ମରଣ-ନୀଳ ସାଗର ହତେ
ଜୀବନ ବହେ ସୁଧା-ଶ୍ରୋତେ
ମରଣେ ଜୀବନ, ଜୀବନେ ମରଣ
ଭୟ କି-ବା, କି-ବା ଦୁଃଖ ରେ ॥
ଆକାଶେ ପାଖି କହିଛେ ଗାହି
ମରଣ ନାହିଁ—ମରଣ ନାହିଁ—
ଦିଲ୍ ରଜନୀ ଜୀବନ-ଧାରା ଏ ଯେ ବାରେ ଏ ଯେ ବାରେ



1932

Released: 24-9-32.

ମୋହନ୍ତୁ ରଜାମଣ୍ଡଳ

1934

ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଶ



ସଇ ଆଖିନ, ୧୩୩୯ ମାଲ

ଏକ ଆନା

ଚରିତ୍

ଚନ୍ଦ୍ରିଦାସ	... ଦୁର୍ଗିଦାସ ବନ୍ଦେୟପାଠ୍ୟାଳ୍
ବିଜୟ ନାରୀଯଙ୍କ	... ଅମର ମହିଳକ
ଆଚାର୍ଯ୍ୟ	... ମନୋରଞ୍ଜନ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ
ବୃକ୍ଷିକ	... ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦେୟପାଠ୍ୟାଳ୍
ଶ୍ରୀଦାମ	... କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦେ (ଅଙ୍କ-ଗାୟକ)
ଚାଟୁଯୋ	... ଚାନ୍ଦ ଦକ୍ଷ
ରାମୀ	... ଉମାଶଶୀ
କଙ୍କଳ	... ସୁନୀଲା
ପରିଚାଳକ ଓ କଥାଶଙ୍କୀ	ଦେବକୀ କୁମାର ବନ୍ଦୁ
ସଞ୍ଚାତ ପାରଚାଳକ	... ରାହିଁଚାନ୍ ବଢ଼ାଳ (ଅବୈତନିକ)
ଚିତ୍ରଶଙ୍କୀ	... ନୀତାନ ବନ୍ଦୁ
ଶବ୍ଦଶଙ୍କୀ	... ଶୁକ୍ଳ ବନ୍ଦୁ
ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ	... ଅମର ମହିଳକ
ରସାୟନାଗାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ	... ସୁରୋଧ ଗାନ୍ଧୁଲୀ



চির পরিত্ব
সলিল স্বচ্ছ
চিরমধুর গন্ধ
এস, রোঁয়ের
হৃবাসিত
নারিকেল টৈল
শ্বানে ও নিত্য প্রসাধনে
আনাবিল আনন্দ দান
করিতে একমাত্র
উপাদান।

সোল এজেন্টস—পাল ফ্রেণ্স এন্ড কোং
১৮২২ পুরাতন চিনাবাজার ষ্ট্রিট,
কলিকাতা।

ফোন: বড়বাজার-৩৭১১

চিরতন কেঁকে

আটক্ট ও ফটোগ্রাফার
২২/১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রিট, কলিকাতা।

দিবায় ঘৃষ্ণু পুরুষের বৃক্ষস্থা আছে!

পুরুরের এপার থেকে রামীর চোখ হ'তে বেশৰ নিক্ষিপ্ত হ'তো—তাতে চঙ্গীদাসের মাহ-
ধূরার চার রোজই ঘুলিয়ে যেতো; কিন্তু তাতে কিন্তু বা এসে যায়।

রামী চঙ্গীদাসকে ভালবাসতো। মনে মনে সে চঙ্গীতারুরকে পৃষ্ঠা করতো। বাইরে
কিন্তু রামী ছিল চঙ্গীদাসের কাছে কথনও একটা প্রহরিকা, কথনও বা একেবারে
নিষ্ঠুর।

এমনি একদিন এক সকালে, পুরুর ঘাটে কাপড় কাচতে-কাচতে রামী আপন মনে গান
গাছিল, “বীৰু, কি আৱ বলিব তোৱে, অলগ বাসে পিৱীতি কৰিয়া রহিতে না দিলি দৰে—”
সে গান গাছিল চঙ্গীদাসেরই রচিত গীতি, আৱ ভাবছিল তাকেই—। হঠাৎ দৃষ্টি পড়লো



ওপারে—। হায়, ঠাকুরটা ঠিক এসে দাঁড়িয়েছেন ছিপ হাতে ওপারে এক কাঠ-কৰবীৰ
বৌঁপের পাশে। আজ হঠাৎ রামীৰ চিত্তে শাখত তক্ষণ মনের চাঁকল্য ভেগে উঠলো তাৰ
নঙ্গীতে, তাৰ ভঙ্গীতে, তাৰ চেকেৰ চাহনীতে! চঙ্গীদাসকে লক্ষ্য কৰে রামী চঙ্গীদাসেরই
রচিত গানের একটা চৱণ বাব বাব বিচিৰ ভঙ্গীতে গাইলো। সে যেন চঙ্গীদাসেরই কাছে
জানতে চায় যে, এই যে এমন কৰে রামী তাকে ভালবাসলো এখন উপায় কি হবে গো? শেষে রামী
চঙ্গীদাস উত্তৰ খ'জে পৰান না, উত্তৰ যদি বা মনে আসে কিন্তু মুখে আসে না। শেষে রামী
খখন গান ছেড়ে দিয়ে রাগ কৰে মুখ ফিরিয়ে নিল তখন চঙ্গীদাসতাৰ উত্তৰ খ'জে পেলোন—

“চঙ্গীদাস কর, তখনি জানিবে, পিরীতি কেমন জানা।” রামীর মনে হল চঙ্গীদাসের দেই

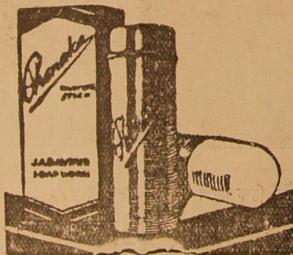
কেনকা শেভিং স্টিক

ক্ষোরকর্ষে পরিপূর্ণ ত্বপ্তিদানে অতুলনীয়। ফেনকার পর্যাপ্ত
সুরভিত ফেনপুঁজি ক্ষোরকর্ষকে সহজ আরামদায়ক

এবং

মুখমণ্ডলকে স্লিপ ও লাবণ্যযুক্ত করে।

তিনি রকমের তিনটি স্বদৃশ্য আধারে
পাওয়া যায়।



জানবপুর সোপ ও রাক্স,
কলিকাতা



কঠোরবে, মেই গানে, মেই ঝাঙ্কারে বিশ্বের আর সব কোলাহল ধেন ভুবে গেছে, সে নিজেকে
নিঃশ্বেষে মেই সবভোলা সাগরের মাঝে ভুবিয়ে দিল।

কিন্তু সে কতঙ্গুণ! বীশ ঝাড়ের পাশে এসে রামীর সই কাকনমালা এতক্ষণ এই সব
“চলাচলি” দেখছিল; এখন সে জলের কলসৌটাকে কোধকঞ্চল কোমরের উপর জোর করে
চেপে বসিয়ে, পৈছে ছলিয়ে, কাকন বাজিয়ে, তার পায়ের আঘাতে বনতলকে আহত
করে রামীর ধ্যানমংগল মুখের কাছে এসে দাঢ়ালো। রামী বুঝেছিল তার প্রিয় সখি
কৃক হয়েছেন—তাই সে তার রাগ-রক্তিম গাল ছাঁচিপে দিয়ে বলেছিল—“সখি, স্বথের
সাগরে, দুখ উপর্জি, ভাগিল ঘোবন মোর!” কাকনের রাগ মিটল না, সে রামীকে গাল
দিয়ে চঙ্গীদাসের দিকে কৃক দৃষ্টি নিষেপ করে ঘরে ফিরে গেল।



বেঙ্গল কেমিক্যাল কু ট্ৰকষ্ট সাবান

‘জয়ন্তী’ ‘চন্দন’ ‘রেবা’ ‘চাৰ্মাস’

বিশুদ্ধ উপাদানে প্ৰকৃষ্ট পৰিবিততে প্ৰস্তুত
ক্ষাৱলেশহীন । অবিকাৰী । মিষ্ঠ সুৱভিত
কুণ্ডে গড়ে স্পৰ্শে তৃপ্তি কৰে
সকল ঝাতুতে সকল দেহে
নিৰ্ভৰ্য ব্যৱহাৰ্য

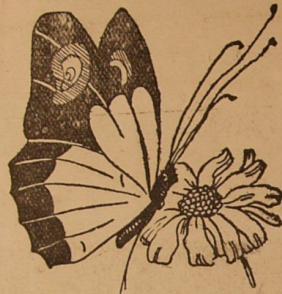
বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড
ফাৰ্মাসিউটিক্যাল ওয়াৰ্কস, লিং,
কলিকাতা।

কীকনেৰ বাণে রামী হেমেছিল কিন্তু পুৰুৱের আৱ এক পাঢ়ে এক বোপেৰ পাশে
লুকিয়ে গ্ৰামেৰ জমীদাৰ বিজয়নারায়ণ আৱ তাৱ পাৰ্থিচৰ বটককে দাঙ্গিয়ে থাকতে দেখে
রামীৰ মুখেৰ হাসি মিলিয়ে গেল। তাই দেদিম বাঢ়ী ফেৱবাৰ পথে চঙ্গীদাসকে



অন্তদিনেৰ মত পথেৰ পাশে গাছেৰ আড়ালে তাৱই দৰ্শন আশায় দাঙ্গিয়ে থাকতে দেখে
কঠিন কঠি বলেছিল—“আৱ যদি কোনদিন তুমি পুৰুৱ ঘাটে এসো তাহলে আমি আৱ
এখানে আসবো না।” চঙ্গীদাস বলেছিলেন তিনি আৱ কোনদিন পুৰুৱে আসবেন
না।

কিন্তু শুধু পুৰুৱ ঘাটেই দেখা বক্ষ হ'ল না, মন্দিৱেও দেখা বক্ষ হলো। জমীদাৰ
বিজয়নারায়ণ মন্দিৱেৰ বক্ষক তাই তিনি মন্দিৱেৰ প্ৰধান আচাৰ্যকে জানালৈন যে, রামী
ধোপানী আৱ মন্দিৱেৰ অদৰন মাৰ্জিনা কৰতে আসতে পাৰে না। প্ৰিয়শিয়া চঙ্গীদাসকে



ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

ଆପନାର ପ୍ରିୟ ସାବାନ

ପ୍ରସାରନେର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଞ୍ଜ—ରହମ ଓ ଲାବଣ୍ୟ
ବର୍ଜନେ ଅନୁପ ମା।

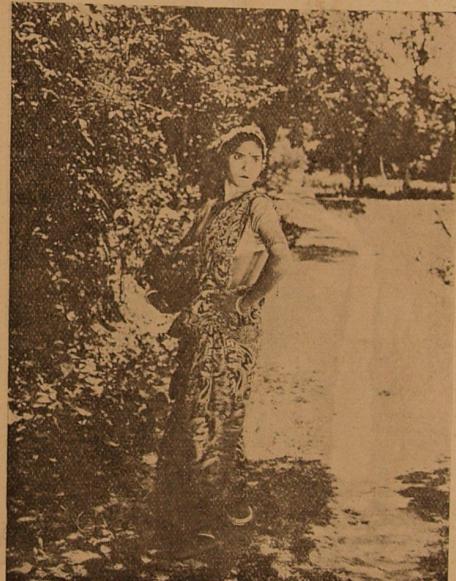
ବିଶୁଦ୍ଧ ଉପାଦାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ମନୋରମ ସ୍ଵରଭିଯୁକ୍ତ
ଓ ସ୍ମର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ଆଧାରେ ରକ୍ଷିତ ।

ବାଦବପୁର ସୋପ ଓ କାର୍କିସ୍

୨୯, ଷ୍ଟ୍ରୀଟ ରୋଡ, କଲିକାତା

ଧର୍ମହାନିର ଆଶକ୍ତି ଆଚର୍ଯ୍ୟ ତଥ୍ବନୀ ରାମୀର ଆସାର ପଥ ବନ୍ଦ କରିଲେନ । ମନ୍ଦିରର ପରିଭରତ ରଙ୍ଗା କରାଇ ଜମିଦାରେର ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ ଛିଲନା । ତୋର ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ ଛିଲ, ତକ୍ଷଣୀ ବିଧବୀ ରାମୀର ପରିଭରତା ନଷ୍ଟ କରା ଏବଂ ତିନି ବୁଝେଛିଲେନ ସେ, ଚଣ୍ଡିଦାମେର ଭାଲବାସାର ଗଣ୍ଡିର ବାହିରେ ରାମୀକେ ଟେନେ ନା ଆନନ୍ଦେ ପାରିଲେ ତାର ମନେର ଗଣ୍ଡିର ଭିତରେ ଜମିଦାରେର ପ୍ରବେଶ ପଥ ଟିରକାଳାଇ କୁଳ ଥାକବେ ।

ରାମୀ ସବ ବୁଝିଲ । ବାହିରେ ମେ ଅଭାସ କଟିନ ହେଁ ଉଠିଲୋ । ହୃଦ ଭିତରେ ମେ କଟିନ ହେଁ ସେତ କିମ୍ବା ତାତେ ବାଧା ଛିଲ ତାର ଆଶ୍ରମଦାତା, ତାର ମୟେ କୋକନେର ସାମୀ—ଶ୍ରୀଦାମ ।



ଶ୍ରୀଦାମ ଅନ୍ଧ, ଶ୍ରୀଦାମ ବୁଝି ବୌଦ୍ଧ ଶିତ ଶ୍ରୀମେ ତାର ସରେର ଦାଁ ଓ ଯାହା ବସେ ଏକଟା ହର୍ମର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ
ବିଗ୍ରହେର ପୂଜା କରେ । ଶ୍ରୀଦାମ ଛିଲେନ ସେନ ଭାବେର ଅଗ୍ରଦୂତ । ତାଇ କୋକନ
ସଥନ ରାଗେର ମାଧ୍ୟମ ମାଟିର କଳମୀ ଭେଡେ ରାମୀକେ ଗାଲ ଦିଯେ ବଲେ—“ଗାଲ ଦିଯେ ସଦି ତାର
ପିଲୀତର ଭୂତ ଛାଡ଼ାତେ ନା ପାରି ତାହିଲେ ମା ବାଶୁଳୀର ମନ୍ଦିରେ ମାନନ୍ଦିକ କରେ ହତା ଦେବେ
ମେ ମରକ—ମେ ମରକ—ମେ ମରକ ।”

পুরুর ঘাট হতে সংগ্ৰহ প্ৰত্যাগত রামী সে কথা শনে মহু হেসে গান ধৰে, “মৱিৰ মৱিৰ
ম ধি, আমি নিশ্চয় মৱিৰ।” কিন্তু তাৰ হাসি, কোকনেৰ রাগ সমষ্ট মিলিয়ে যাব থখন
শ্ৰীদাম রামীৰ গান নিজেৰ কঠে তুলে নিয়ে শ্ৰীকৃষ্ণেৰ মৃষ্টিকে কোলে তুলে নিয়ে হলে—
“আমাৰ কাহু হেন শুণনিবি কাৰে দিয়ে যাব।”



হিমানী

ৰূপ ৩ সৌন্দৰ্যৰ জন্য বিধ্যাত

প্ৰস্তুত কাৰক—

হিমানী ওয়ার্কস

বেলগাছিয়া

* * * *

কলিকাতা

শ্ৰীদাম কাদে, রামী কাদে, কোকন রামীৰ কোলে মুখ দুকিহে হুঁপিয়ে উঠে।
পাৰ্শ্বত বটুক এসে জয়ীদাৰকে বললে, “রামী কিছুতে রাজী হলো না।” অমীদাৰ

স্বদেশী মেলা

১৫৭এ, ধৰ্মতলা প্রীট, কলিকাতা।



স্বদেশী চর্ব্বৈর বিপুল সমাবেশ

প্রবেশ দক্ষিণ—/০

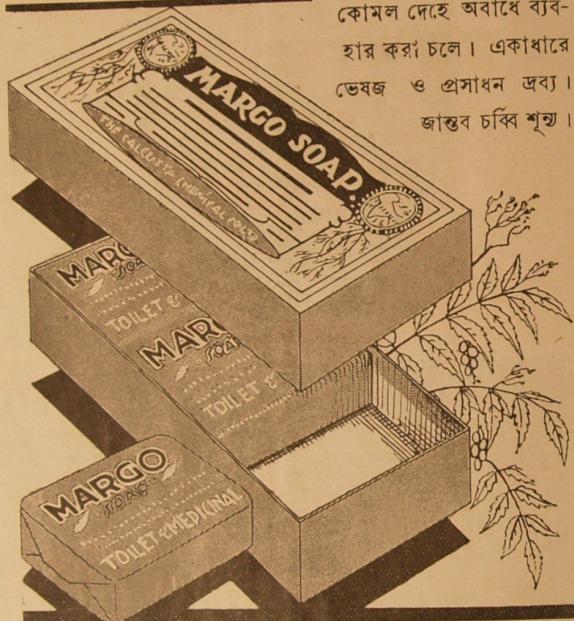
অত্যহ সন্ধ্যায নানা প্রকার আমোদ
প্রমোদের ব্যবস্থা আছে।

প্রতিদিন বৈকাল ৪টার সময় মেলার
দ্বার খোলা হয়।



মার্গো সোপ

মনোরম সুগক্ষিযুক্ত এই
নিম সাবান নিত্য স্বানে
ব্যবহারে চৰ্ম স্লিপ, মস্তক
ও নির্মল রাখে। শিশুর
কোমল দেহে অবাধে ব্যব-
হার করঃ চলে। একাধাৰে
ভেষজ ও প্ৰসাধন স্বয়।
জান্তুৰ চৰ্বিৰ শুণ্ঠ।



কালকাটা ক্রেমিক্যাল কোং লিঃ
বালিগঞ্জ :: কলিকাতা

বললেন—“সোহাগ দেখিয়ে মেঘেছেলে বশ হয় না। তাৰা বশ হয় ভয়ে, তাৰা বশ হয়
পুৰুষেৰ শক্তি দেখে।”

তাই সেদিন বধন জমীদাৰেৱ মানত পূজাৰ সময়ে তিনি রামী ধোপানীকেও মন্দিৰেৱ
দৰজাৰ পূজারিনী বেশে দেখলেন তখন শক্তিমান জমীদাৰ নিজেৰ শক্তি দেখাৰাব অন্তে



সুস্পৃগ্য ধোপানীৰ পূজাৰ ফুল পদতলে দলিত ক'ৰে তাকে মন্দিৰেৱ ছহাৰ হতে দূৰ কৰে
লিলেন এবং সুস্পষ্ট জানিয়ে দিলেন যে, জমীদাৰ সমাৰঞ্চণি ও বাক্ষণ এদেৱ যে-কোন
হাদেশ আমান্য কৱাৰ জন্মে যে-শাস্তি পেতে হবে তা মৃত্যাৰ চেয়েও কঠিন।

মন্দিৰ দ্বাৰে হতে বিতাড়িত—নিৰ্যাতিত, আহত রামীকে নিজেৰ কোলেৰ কাছে টেনে
মুক্ত শৈদাম গোয়েছিল

“আজ তুমি হায় ভুলেছ শাম
তোমাৰ এই শামল ধৰা।”

এমনি কৱে দিনেৱ পৰ দিন কেটে যায়। রামীও আৱ পুৰুৱ ঘাটে যায় না। লোকে
বলে রামী অশুষ্ঠ—চঙ্গীদামও তাই শুনেছিলেন। তাই একদিন আশক্ষাৰ কল্পিত চৰণে

“দীপ্তি” স্নে

নিয় প্রসাধনে

আননে দীপ্তি ও

মনে তৃপ্তি আনে

সর্বত্র পাওয়া যায়

দীপ্তি কেমিক্যাল ওয়ার্কস্

পোষ্ট বক্স ৭৮২৪ কলিকাতা।



It will pay

YOU

To Advertise in
the pages of this Programme.

MAXIMUM CIRCULATION AT A MINIMUM COST.

FOR PARTICULARS ENQUIRE OF.

THE PUBLICITY OFFICER, CHITRA

OR

THE EUREKA PUBLICITY SERVICE

157-B, DHARAMTALA STREET, CALCUTTA.

থখন তিনি রামীর বাড়ীর দরজায় এলেন তখন সই কৌকনমালা বললো—সই খাও না, ঘুমো না, থালি কাদে। সারাদিন টো টো করে ঘুরে বেড়ায়। চঙ্গীদাম আরও শুনলেন যে জমীদার ও আচার্যের নিয়ে না। মেনে রামী তখন বাঙ্গীর মন্দিরেই গেছে।

বাঙ্গীর মন্দিরে চঙ্গীদাম থখন গেলেন তখন বাঙ্গীর অর্হকারে একা রামী দেবীর মন্দিরের বাইরে দোড়িয়ে কেঁদে এই প্রার্থনা জানাচ্ছিল—“মাঝে, এই কর যেন চঙ্গীটাকুর আমার শয়খে আর কোন দিন না আসে।” বুকের মুকু কঠো কঠো চেপে ধরে চঙ্গীদাম ফিরে চলে গেলেন।

এমনি করে ছটা অস্ত্র পরম্পরকে কাছে পেয়েও দূরে সরিয়ে দিল। বিরহের মাঝে তাদের মিলন নির্বিড় হয়ে উঠলো।

কিন্তু সমাজগতি আক্ষণ্যমন্দির দেবীন রামীকে পেলেন না সেদিন তিনি তাঁর পৌরুষের পরিচয় দিলেন। রামীর আশ্রমদাতা অক্ষ শ্রীদামের বাস্তু ভিটা অধিদাহে দন্ত করলেন।

গৃহহারা হয়ে কাকন মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। শ্রীদাম শ্রীকৃষ্ণ মূর্তিকে কোলে তুলে নিয়ে বললেন—“কাকন চল, প্রাম ছেড়ে—চলে যাই ?”

“কোথায় গো ?”

“যে-বর তোমার কোনদিন পুড়বে না—মেই ঘরের উদ্দেশে।”

তাঁরা চলে গেলেন। তাঁদের পিছে সমাজ-লাহুতা, নির্ধারিতা—মুক্তিতা রামীকে বুকে তুলে নিয়ে চঙ্গীদামও চলে গেছেন প্রাম ছেড়ে—কোথায়—কে জানে !!



সঙ্গীত পরিচালক রাইচাদ বড়াল ও তাঁহার সহকার্যগণ

গীত

(১)

বাঁধু, কি আর বলিব তোরে !
 অলপ বয়সে পিরৌতি করিয়া
 রহিতে না দিলি ঘরে ॥

কামনা করিয়া সাগরে মরিব
 সাধিব মনের সাধা ।
 মরিয়া হইব শ্রীনন্দের নন্দন
 তোমারে করিব রাধা ॥

পিরৌতি করিয়া ছাড়িয়া মাইব
 রহিব কদম্ব তলে ।
 ত্রিভঙ্গ হইয়া মুরলী বাজাব
 যথনি যাইবে জলে ॥

মুরলী শুনিয়া মোহিত হইয়া
 সহজ কুলের বালা—
 চগুনাস কয় তথনি জানিবে
 পিরৌতি কেমন জালা ॥

(২)

সেই যে বাঁশী বাজিয়েছিলে যমুনারি তৌরে ।
 সুরে তা'র প্রেমের ধরা ভাসিয়ে দিল ধরনীরে ॥

আকাশ বাতাস উতলা কি
 গাইলো সে সুর বনের পাখী ।

উজল হলো সারা নিখিল
 সিনান করি প্রেমের নীরে ॥

আজ তুমি হায়, ভুলেছ শ্যাম—
 তোমার এই শ্যামল ধরা,—

দেখি রক্ত-রেখায়, হিংসা-লেখায়,
 কল্পে তায় চিত্ত-ভরা ।

এসো এসো দৃঢ়খরণ, আর্তজনের জীবন শরণ,
 এসো তেমনি সুরে বাজিয়ে বাঁশী
 এসো এসো ফিরে

(৩)

গগনে অব ঘন মেঘ দাঙুণ
 সঘন দামিনী ঝলকই ।
 কুলিশ পাতন শবদ ঘন ঘন
 পৰন থরতৰ বলগই ॥

সজনি, আজু দুরদিন ভেল ।
 কাস্ত হমারি নিতাস্ত অণুসরি
 সঙ্কেত কুঞ্জহি গেল ॥

তৱল জলধর বরিখে ঘার ঘার
 গরজে ঘন ঘন ঘোর ।
 শ্যাম নাগর একলে কৈসনে
 পহু হেরহি মোর ॥

(৪)

শতেক বরষ পরে বধুয়া মিলল ঘরে,
 রাধিকার অন্তরে উল্লাস ।
 হারানিধি পাইলু বলি লাইল দনদেয়ে তুলি,
 রাখিতে না সহে অবকাশ ॥

মিলল দহুঁ তহু কিবা অপরূপ ।
 চকোর পাইল চাঁদ পাতিয়া পিরৌতি ফাঁদ
 কমলিনী পাওল মধুপ ॥

রস ভরে দহুঁ তহু থর থর কাপই
 ঝাঁপই দহুঁ দোহা আবেশে ভোর ।
 দহুঁকো মিলনে আজি নিভাওল আনল
 পাওল বিরহক ওর ॥

(৫)

চুঁয়ো না চুঁয়ো না বধ—ঠিখানে থাক
 মুকুর লইয়া তব চাঁদ মুখখানি দেখ ॥

নায়নের কাজৰ	বয়ানে লেগেছে
কালোৱ উপৰে কালো।	
প্ৰভাতে উঠিয়া	ও মুখ দেখিয়
দিন যাবে আজি ভাল॥	
অধৰেৱ তাঙ্গুল	বয়ানে লেগেছে
ঘুমে চুলু চুলু আঁধি।	
আমা পানে চাও	ফিরিয়া দাঢ়াও
নয়ন ভৱিয়া দেখি॥	
ঢাঁচৰ কেশৰ	চিকণ চূড়া
সে কেন বুকেৰ মাখে।	
সিন্ধুৰেৱ দাগ	আছে সৰ্ব গায়
মোৱা হলে মৱি লাজে॥	
নৌল কমল	মলিন হয়েছে
মলিন হয়েছে দেহ।	
কোন রসবতী	পেয়ে শুধানিধি
নিঙাটী লইল সেহ॥	

(६)

ফিরে চল ফিরে চল ফিরে চল আপন ঘরে।
চান্দু পাওয়ার হিসাব মিছে—
আনন্দ আজ আনন্দ রে॥
আকাশ ভরা কোছনা ধারা—
বাতাস বহে বাঁধন-হারা।
গোমের স্তুরে ভরা ভুলন, যথা বেদন ঘুচিল রে

* * * *

ମରଣ-ନୀଲ ସାଗର ହତେ

ଜୀବନ ଯତେ ରୁଦ୍ଧ
କୌଣସି କୌଣସି ଶବ୍ଦ

କି-ବା କି-ବା ହଂଥ ରେ ॥

ଆକାଶ ପାତ୍ରୀ କହିଛେ ଗାନ୍ଧି

ମରଣ ନାହିଁ—ମରଣ ନାହିଁ—

ବର୍ଷାନୀ ଜୀବନ-ଧାରା ୫ୟ କାହିଁ

— 1 —

—



PRINTED BY.
KAMALA KANTA DALAL AT THE KANTIK PRESS
44, KAILAS BOSE ST., CALCUTTA.

ଚତୁର୍ଦ୍ଦାମ—



ଚତୁର୍ଦ୍ଦାମ

ନିଉ ଥିଲୋଡ଼ାମ

=চগ্নিদাস=

চগ্নিদাস	... দুর্গাদাস বন্দেয়াপাধ্যায়
বিজয় নারায়ণ	... অমর শল্লিক
আচার্য	... মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য
বটুক	... ধীরেন্দ্র বন্দেয়াপাধ্যায়
ত্রিদাম	... কৃষ্ণচন্দ্র দে (অঙ্গায়িক)
চাটুয়ে	... চানী দন্ত
রামী	... উমাশঙ্কী
কঙ্কণ	... সুনীলা

পরিচালক ও কথাশিল্পী	... দেবকী কুমার বসু
সঙ্গীত পরিচালক	... রাইচান্দ বড়লাল (অবৈতনিক)
চিত্রশিল্পী	... নীতীন বসু
শব্দস্ত্রী	... মুকুল বসু
ব্যবস্থাপক	... অমর শল্লিক
রসায়নাগার অধ্যক্ষ	... সুবোধ গাঙ্গুলী

চগ্নিদাস

কয়েক-শ বছর আগেকার কথা।

এই বাঙ্গলারই এক পল্লীভূমিতে জাগ্রতা দেবী বাংলীর মন্দিরে পূজারীর কাজ করতেন তরুন কবি চগ্নিদাস। ধোপার মেয়ে রামী সেই মন্দিরের বাইরে অঙ্গ মার্জন করতো। কবি চগ্নিদাস মন্দিরের কাজের অবসরে স্বরচিত গীত গুণ-গুণ করে গাইতেন—রামী মুঢ় হয়ে স্বনতো—এবং সে-ও গাইতো। এমনি করে যখন কিছু কাল কেটে গেল তখন—ত্রাঙ্গণের ছেলে হয়েও চগ্নিদাস ধোপার

মেয়ে বিধবা রামীকে এমনি ভালবাসলেন যে, মন্দিরের কাজ ছেড়ে মাছ-ধরার অচিলায় তিনি প্রায়ই এমন এক সময়ে একটি বিশেষ পুকুরের পাড়ে এসে বসতেন যার ওপারে ঠিক সেই সময়ে—রামী আসতো ধোপার ভাটীর ওপরে কাপড় কাচবার জন্ম।

পুকুরের এপার থেকে রামীর চোখ হ'তে যে শর নিক্ষিপ্ত হ'তো—তাতে চগ্নিদাসের মাছধরার চার রোজই ঘুলিয়ে যেতো; কিন্তু তাতে কি-ই-বা এসে যায়।

রামী চগ্নিদাসকে ভালোবাসতো। মনে মনে সে চগ্নীঠাকুরকে পূজা করতো। বাইরে কিন্তু রামী ছিল চগ্নিদাসের কাছে কখনও একটি প্রহেলিকা, কখনও বা একেবারে নিষ্ঠুর।

এমনি একদিন এক সকালে, পুকুর ঘাটে কাপড় কাচতে-কাচতে রামী আপন মনে গান গাছিল, “বধু কি আর বলিব তোরে, অলপ বয়সে পিরীতি করিয়া রহিতে না দিলি ঘরে—” সে গান গাছিল চগ্নিদাসেরই রচিত গীতি, আর ভাবছিল তাঁকেই—। হঠাৎ দৃষ্টি পড়লো ওপারে—। হায়, ঠাকুরটী ঠিক এসে দাঢ়িয়েছেন ছিপ হাতে ওপারে এক কাঠ-করবীর ঝোপের পাশে ! আজ হঠাৎ রামীর চিত্তে শাখত তরুণ মনের চাঁধল্য জেগে উঠলো তার সঙ্গীতে, তার ভঙ্গীতে, তার চক্ষের চাহনীতে ! চগ্নিদাসকে লক্ষ্য করে রামী চগ্নিদাসেরই রচিত গানের একটি চরণ বার বার বিচির ভঙ্গীতে গাইলো। সে যেন চগ্নিদাসেরই কাছে জানতে চায় যে, এই যে এমন করে রামী তাকে ভালবাসলো এখন উপায় কি হবে গো ? চগ্নিদাস উত্তর খুঁজে পান না, উত্তর যদি বা মনে আসে কিন্তু মুখে আসে না। শেষে রামী যখন গান ছেড়ে দিয়ে রাগ করে মুখ ফিরিয়ে নিলে তখন চগ্নিদাস তার উত্তর খুঁজে পেলেন—“চগ্নিদাস কয়, তখনি জানিবে, পিরীতি কেমন জালা !” রামীর মনে হল চগ্নিদাসের সেই কঠস্বর, সেই গানে সেই ঝক্কারে বিশ্বের আর সব কোলাহল যেন ডুবে গেছে, সে নিজেকে নিঃশেষে সেই সবভোলা সাগরের মাঝে ডুবিয়ে দিলে।

কিন্তু সে কতক্ষণ ! বাঁশ ঝাড়ের পাশে এসে রামীর সহ কাঁকনমালা। এতক্ষণ এই সব “চলাচলি” দেখছিল ; এখন সে জলের কলসীটীকে ক্রোধচঞ্চল কোমরের উপর জোর করে চেপে বসিয়ে, পৈঁচে ছুলিয়ে, কাঁকন বাজিয়ে, তার পায়ের আঘাতে বনতলকে আহত করে রামীর ধ্যানমগ্ন মুখের কাছে এসে দাঢ়ালো। রামী বুঝেছিল তার প্রিয় সখি কুন্দ হয়েছেন—তাই সে তার রাগ রক্তিম-গাল ছাট টিপে দিয়ে বলেছিল—“সখি স্বরের সাগরে, ছংখ উপজি, ভাসিল যৌবন মোর !” কাঁকনের রাগ মিটল না, সে রামীকে গাল দিয়ে চগ্নিদাসের দিকে কুকু দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ঘরে ফিরে গেল।

কাঁকনের রাগে রামী হেসেছিল কিন্তু পুরুরের আর এক পাড়ে এক বোপের পাশে লুকয়ে গ্রামের জমিদার বিজয়নারায়ণ আর তার পার্থচর বটুককে দাঢ়িয়ে থাকতে দেখে রামীর মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। তাই সেদিন বাড়ী ফেরবার পথে চগ্নীদাসকে অন্ধদিনের মত পথের পাশে গাছের আড়ালে তারই দর্শন আশায় দাঢ়িয়ে থাকতে দেখে কঠিন কঠে বলেছিল—“আর যদি কোনদিন তুমি পুরুর ঘাটে আসো তাহলে আমি আর এখনে আসবো না।” চগ্নীদাস বলেছিলেন, তিনি আর কোন দিন পুরুরে আসিবেন না।

কিন্তু শুধু পুরুর ঘাটেই দেখা বন্ধ হ'ল না, মন্দিরের দেখা বন্ধ হলো। জমীদার বিজয়নারায়ণ মন্দিরের রক্ষক, তাই তিনি মন্দিরের প্রধান আচার্যকে জানালেন যে, রামী ধোপানী আর মন্দিরের অঙ্গন মার্জন করতে আসতে পারে না। প্রিয়শিয় চগ্নীদাসের ধর্মহানির আশঙ্কায় আচার্য তখনি রামীর আসার পথ বন্ধ করলেন। মন্দিরের পবিত্রতা রক্ষা করাই জমিদারের উদ্দেশ্য ছিলন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, তরুণী বিদ্বা রামীর পবিত্রতা নষ্ট করা এবং তিনি বুঝেছিলেন যে, চগ্নীদাসের ভালবাসার গভীর বাহিরে রামীকে টেনে না আনতে পারলে তার মনের গভীর ভিতরে জমিদারের প্রবেশ পথ চিরকালই রুক্ষ থাকবে।

রামী সব বুঝিল। বাহিরে সে অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠলো। হ্যত ভিতরেও সে কঠিন হয়ে যেত কিন্তু তাতে বাধা ছিল তার আশ্রয়দাতা তার সহ কাঁকনের স্বামী—শ্রীদাম।

শ্রীদাম অঙ্ক, শ্রীদাম বৃষ্টি-রৌদ্রে, শীত-শ্রীঘো, তার ঘরের দাওয়ায় বসে একটা শুন্দর শীকৃষ্ণ বিগ্রহের পূজা করে। শ্রীদাম ছিলেন যেন ভাবের অগ্রন্ত। তাই কাঁকন যখন রাগের মাথায় মাটির কলসী ভেঙ্গে রামীকে গাল দিয়ে বলে—“গাল দিয়ে যদি তোর পিরাতের ভূত ছাড়াতে না পারি তা হলে মা বাশুলীর মন্দিরে মানসিক করে হত্যা দেবো, সে মরক—সে মরক—সে মরক।”

পুরুর ঘাট হতে সহ প্রতাগতা রামী সে কথা শুনে শৃঙ্খলে হেসে গান ধরে, “মরিব মরিব সথি, নিশ্চয় মরিব।” কিন্তু তার হাসি, কাঁকনের রাগ সমস্ত মিলিয়ে যায় যখন শ্রীদাম রামীর গান নিজের কঠে তুলে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের মুক্তিকে কোলে তুলে নিয়ে বলে—আমার কাহু হেন শুণ নির্ধি কারে দিয়ে যাব।”

শ্রীদাম কাঁদে, রামী কাঁদে, কাঁকন মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে রামীর কোলে কাঁদে।

পার্থচর বটুক এসে জমিদারকে বললে, “রামী কিছুতেই রাজী হল না।” জমীদার বললেন—“সোহাগ দেখিয়ে মেঘেছেলে বশ হয় না। তারা বশ হয় ভয়ে, তাঁরা বশ হয় পুরুরের শক্তি দেখে।

তাই সেদিন যখন জমিদারের মানত পূজার সময়ে তিনি রামী ধোপানীকেও মন্দিরের দরজায় পূজার্থী বেশে দেখলেন তখন শক্তিমান জমিদার নিজের শক্তি দেখাবার জন্যে অস্পষ্ট ধোপানীর পূজার ফুল পদতলে দলিত ক’রে তাকে মন্দিরের দুয়ার হতে দূর করে দিলেন এবং সুস্পষ্ট জানিয়ে দিলেন যে, জমিদার, সমাজপতি ও ব্রাহ্মণ, এংদের যে কোন আদেশ অব্যাহৃত করার জন্যে যে-শাস্তি পেতে হবে তা শৃতার চেয়েও কঠিন।

মন্দির দ্বার হতে বিতাড়িতা—নির্যাতিতা, আহতা রামীকে নিজের কোলে টেনে অঙ্ক শ্রীদাম গেয়েছিল—

“আজ তুমি হায় ভুলেছ শ্রাম
তোমার এই শ্রামল ধৰা।”

এমনি করে দিনের পর দিন কেটে যায়। রামীও আর পুরুর ঘাটে যাবে না। লোকে বলে রামী অস্পষ্ট—চগ্নীদাসও তাই শুনেছিলেন। তাই একদিন আশঙ্কায় কম্পিত চরণে যখন তিনি রামীর বাড়ীর দরজায় এলেন তখন সহ কাঁকনমালা বললে—সহ থায় না, শুমোয় না থালি কাদে। সারাদিন টো টো করে ঘুরে বেড়ায়। চগ্নীদাস আরও শুন্গেন যে জমিদার ও আচার্যের নিষেধ না মেনে রামী তখন বাশুলীর মন্দিরেই গেছে।

বাশুলীর মন্দিরে চগ্নীদাস যখন গেলেন তখন রাত্রির অন্ধকারে এক রামী দেবীর মন্দিরের বাইরে দাঢ়িয়ে কেদে এই প্রার্থনা জানাচ্ছিল—“মাগো এই কর যেন চগ্নীঠাকুর আমার শুমুখে আর কোন দিন না আসে।” বুকের সব কথা কঠে চেপে ধরে চগ্নীদাস ফিরে চলে গেলেন।

এমনি করে দুটি অস্তর প্রস্তরকে কাছে পেয়েও দূরে সরিয়ে দিলে। বিরহের মাঝে তাদের মিলন নিবিড় হয়ে উঠলো।

কিন্তু সমাজপতি ব্রাহ্মণ জমিদার যেদিন রামীকে পেলেন না সেদিন তিনি তাঁর পৌরুষের পরিচয় দিলেন। রামীর আশ্রয়দাতা অঙ্ক শ্রীদামের বাস্তু ভিটা অগ্নিদাহে দঁপ্ত করিলেন।

গৃহহারা হয়ে কাঁকন মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। শ্রীদাম শীকৃষ্ণ মূর্তিকে কোলে তুলে নিয়ে বললেন—“কাঁকন চল, গ্রাম ছেড়ে—চলে যাই।”

কোথায় গো?”

“যে ঘর তোমার কোনদিন পুড়বে না সেই ঘরের উদ্দেশ্যে।”

তাঁরা চলে গেলেন। তাঁদের পিছনে সমাজ-লাঙ্ঘিতা, নির্যাতিতা—মুছিতা রামীকে বুকে তুলে নিয়ে চগ্নীদাসও চলে গেলেন গ্রাম ছেড়ে—কোথায়—কে জানে!!

—গীত—

(১)

বধু, কি আর বলিব তোরে ।
অলপ বয়সে পিরীতি করিয়া পিরীতি করিয়া ছাড়িয়া রাইব
রহিতে না দিলি ঘরে ॥ ত্রিভঙ্গ হইয়া মূরগী বাজাৰ
কাননা করিয়া সাগৰে মুরিব মুরগী শুনিয়া মোহিত হইয়া
সাধিৰ মনেৰ সাধা । সহজ কুলেৰ বালা—
মুরিয়া হইব শ্রীনদেৱ নন্দন চঙ্গীদাস কয় তখনি জানিবে
তোমারে করিব রাধা ॥ পিরীতি কেমন জালা ॥

(২)

সেই যে বাণী বাজিয়েছিলে যমুনাৰি তীব্ৰে ।
সুৱে তা'ৰ প্ৰেমেৰ ধাৰা ভাসিয়ে দিল ধৱণীৱে ॥
আকাশ বাতাস উতলা কি
গাইলো সে সুৱ বনেৰ পাখী ।
উজল হলো সাবা নিখিল
সিনান করি প্ৰেমেৰ নীৱে ॥
আজ তুমি হায়, ভুলেছ শ্বাম—
তোমাৰ এই শ্বামল ধৰা ॥
দেখি বক্ত-ব্ৰেথায়, হিংসা লেখায়,
কলুম্বে তায় চিত্ত-ভৱা ।
এসো এসো দৃঃখ্যহৱণ, আৰ্তজনেৰ জীৱন শৱণ,
এসো তেমনি সুৱে বাজিয়ে বাণী
এসো এসো ফিৰে ॥

(৩)

মগনে অৰ ঘন মেঘ দাকণ
সৰন দামিনী ঝলকই ।
হুলিষ পাতন শবদ ঘন ঘন
পৰন ধৰতৰ বলগই ॥
সজনি, আজু ছৱদিন ভেল ।
কাস্ত হমাৰি নিতাস্ত অঞ্চলৰি
সঙ্কেত কুঞ্জহি গেল ॥
তৱল জলধৰ বৱিথে ঘৰ ঘৰ
গৱজে ঘন ঘন ঘোৱ ।
শ্বাম নাগৰ একলৈ কৈসলে
পহ হেৱহি মোৱ ॥

(৪)

শতেক বৰষ পৱে
বাধিকাৰ অস্তৱে উল্লাস ।
হাৱানিধি পাইছু বলি
ৱাখিতে না সহে অবকাশ ॥
বধুয়া মিলিল ঘৱে,
লইল হৃদয়ে তুলি

মিলিল দুৰ্ছ তমু কিবা অপৰূপ ।

ঢকোৱ পাইল চাদ পাতিয়া পিৰীতি কাঁদ
কমলিনী পাওল মধুপ ॥
তস ভৱে দুৰ্ছ তমু থৰ থৰ কাঁপছি
বাঁপছি দুৰ্ছ দোহা আবেশে তোৱ ॥
দুৰ্ছকো মিলনে আজি নিভাওল আনন্দ
পাওল বিৱহক গৱ ॥

(৫)

চুঁঁয়ো না চুঁঁয়ো না বধু-ঐথানে থাক
মুকুৱ লইয়া তব চাদ মুখথানি দেখ ॥
মায়নেৰ কাজৱ বয়ানে লেগেছে
কালোৱ উপৱে কালো ।
প্ৰভাতে উঠিয়া ও মুখ দেখিলু
দিন ঘাবে আজি ভাল ॥
অধৱেৰ তাপ্তুল বয়ানে লেগেছে
শুমে ঢুলু ঢুলু অঁধি ।

আমা পানে চাও ফিৰিয়া দাঢ়াও
নয়ন ভৱিয়া দেখি ॥
চাচৰ কেশেৰ চিকণ চুক্তা
সে কেন বুকেৰ মাৰে ।
সিন্দুৱেৰ দাগ আছে সৰু গায়
মোৱা হলে মৱি লাজে ॥
নীল কমল মলিন হয়েছে
মলিন হয়েছে দেহ ।
কোন রসবতী পেয়ে সুধানিধি
নিঙাড়ী লইল সেহ ॥

(৬)

ফিৰে চল ফিৰে চল ফিৰে চল আপন ঘৱে ।
চাওয়া পাওয়াৰ হিসাব মিছে—
আনন্দ আজি আনন্দ রে ॥
আকাশ ভৱা জোছনা ধাৱা—
বাতাস বহে বাঁধন হাঁড়া ।

প্ৰেৰে সুৱে ভৱা ভুবন, বাথা বেদন যুচিবে রে ।

* * * * *

মৱণ-নীল সাঁগৱ হতে
জীৱন বহে সুধা শ্ৰেতে
মৱণে জীৱন, জীৱনে মৱণ
ভয় কি-বা, কি-বা দৃঃখ রে ॥
আকাশে পাখী কহিছে গাহি
মৱণ নাহি মৱণ নাহি—

দিন রজনী জীৱন-ধাৱা ত্ৰ যে ঘৱে ত্ৰ যে ঘৱে ॥

এ পথে যাবা এসেছিল--

* ভাগ্যচক্র

* দিদি

* দেবদাস

* মীরাবাঈ

* সাপুত্রে

* বিজ্ঞাপনি

* উদয়ের পথে

* প্রতিবাদ

* রাখের স্মরণি

* মন্ত্রমুক্তি

—ঃ বি কুও প্রি স্না :—

নিউ থিয়েটারের বাংলা চিত্রের একমাত্র পরিবেশক
অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন লিমিটেড